

মামলুকাতুল্লাহ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২৫

(১)তখন বেহেস্তি রাজ্য হবে এমন দশ কুমারীর মতো, যারা বরকে বরণ করার জন্য তাদের বাতি নিয়ে বাইরে গেলো। (২)তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিলো বোকা এবং পাঁচজন ছিলো বুদ্ধিমতী। (৩)বোকারা তাদের বাতি সাথে নিলো ঠিকই কিন্তু সাথে করে তেল নিলো না। (৪)আর বুদ্ধিমতীরা তাদের বাতির সাথে আলাদা পাত্রে করে তেলও নিলো।

(৫)বর আসতে দেরি হওয়াতে তারা সবাই ঝিমাতে-ঝিমাতে ঘুমিয়ে পড়লো। (৬)কিন্তু মাঝরাতে চিৎকার শোনা গেলো, ‘দেখো, বর আসছে! তাকে বরণ করতে বেরিয়ে এসো।’ (৭)তখন সেই কুমারীরা উঠে তাদের বাতি ঠিকঠাক করলো।

(৮)বোকারা বুদ্ধিমতীদের বললো, ‘তোমাদের তেল থেকে আমাদের কিছু তেল দাও; কারণ আমাদের বাতি নিভে যাচ্ছে।’

(৯)কিন্তু বুদ্ধিমতীরা জবাব দিলো, ‘না! তেল যা আছে তাতে আমাদের ও তোমাদের কুলাবে না। তোমরা বরং দোকানে গিয়ে নিজেদের জন্য তেল কিনে আনো।’ (১০)তারা তেল কিনতে গেলো আর তখনই বর এসে পড়লো। যারা প্রস্তুত ছিলো তারা তার সাথে বিয়ে-উৎসবে যোগ দিলো এবং দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। (১১)পরে অন্য কুমারীরা এসে বললো, ‘মালিক, আমাদের জন্য দরজাটি খুলুন।’ (১২)কিন্তু উত্তরে সে বললো, ‘আমি সত্যিই বলছি, আমি তোমাদের চিনি না।’

(১৩)সুতরাং সতর্ক থাকো। কারণ সেই দিন বা সেই সময়ের কথা তোমরা জানোই না।

(১৪)মনে করো, কোনো এক লোক ভ্রমণে যাচ্ছে। সে তার গোলামদের ডেকে তার ধন-সম্পত্তির দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দিলো। (১৫)সে একজনকে পাঁচ হাজার, একজনকে দু'হাজার এবং একজনকে এক হাজার দিনার দিলো। প্রত্যেককে তার ক্ষমতা অনুসারে দিলো। তারপর ভ্রমণে বেরিয়ে গেলো। (১৬)যে পাঁচ হাজার দিনার পেলো, সে তখনই তা দিয়ে ব্যবসা শুরু করলো এবং আরো পাঁচ হাজার দিনার লাভ করলো। (১৭)যে দু'হাজার দিনার পেলো, সেও একইভাবে আরো দু'হাজার দিনার লাভ করলো। (১৮)কিন্তু যে এক হাজার দিনার পেলো, সে গিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মালিকের টাকাগুলো সেখানে লুকিয়ে রাখলো।

(১৯)অনেকদিন পর ওই গোলামদের মালিক ফিরে এসে তাদের কাছে হিসেব চাইলো। (২০)অতঃপর যে পাঁচ হাজার দিনার পেয়েছিলো, সে আরো পাঁচ হাজার দিনার নিয়ে এসে বললো, 'মালিক, আপনি আমাকে পাঁচ হাজার দিনার দিয়েছিলেন; (২১)দেখুন, আমি আরো পাঁচ হাজার দিনার লাভ করেছি।' তার মালিক তাকে বললো, 'বেশ করেছো, তুমি উত্তম ও বিশ্বস্ত গোলাম। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের দায়িত্ব দেবো। এসো, তোমার মালিকের আনন্দে শরিক হও।'

(২২)যে দু'হাজার দিনার পেয়েছিলো, সেও এসে বললো, 'মালিক, আপনি আমাকে দু'হাজার দিনার দিয়েছিলেন; দেখুন, আমি আরো দু'হাজার দিনার লাভ করেছি।' (২৩)তার মালিক তাকে বললো, 'বেশ করেছো, তুমি উত্তম ও বিশ্বস্ত

গোলাম। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের দায়িত্ব দেবো। এসো, তোমার মালিকের আনন্দে শরিক হও।’

(২৪)যে এক হাজার দিনার পেয়েছিলো, সেও এসে বললো, ‘মালিক, আমি জানতাম, আপনি ভয়ানক কঠিন লোক। আপনি যেখানে বোনেন না, সেখান থেকেই কাটেন এবং যেখানে বীজ ছড়ান না, সেখান থেকেই কুড়ান। (২৫)সুতরাং আমি ভীত ছিলাম। আপনার দিনারগুলো আমি মাটিতে লুকিয়ে রেখেছিলাম। এই দেখুন, আপনার জিনিস আপনারই আছে।’

(২৬)উত্তরে তার মালিক তাকে বললো, ‘দুষ্ট ও অলস গোলাম! তুমি তো জানতে, যেখানে আমি বুনি না, সেখান থেকেই কাটি আর যেখানে ছড়াই না, সেখান থেকেই কুড়াই। (২৭)আমার দিনারগুলো মহাজনদের কাছে গচ্ছিত রাখা তোমার উচিত ছিলো। তাহলে আমি ফিরে এসে লাভসহ আমার মূল দিনারগুলো ফেরত পেতাম।’

(২৮)সুতরাং তোমরা ওর কাছ থেকে দিনারগুলো নিয়ে যার দশ হাজার দিনার আছে, তাকে দাও। (২৯)যাদের আছে, তাদের আরো দেয়া হবে, তাতে তাদের অনেক বেশি হবে। কিন্তু যাদের নেই, তাদের যা আছে, তাও তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবে। (৩০)ওই অকেজো গোলামটিকে তোমরা বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও। সেখানে সে কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।’

(৩১)ইবনুল-ইনসান যখন ফেরেস্তাদের সাথে করে নিজের মহিমায় আসবেন, তখন তিনি তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসবেন।

(৩২)সেই সময় দুনিয়ার সমস্ত জাতিকে তাঁর সামনে জমায়েত করা হবে। এবং রাখাল যেমন ছাগলের ভেতর থেকে ভেড়া আলাদা করে, তেমনি তিনিও

লোকদের একজনকে অন্যজন থেকে আলাদা করবেন। (৩৩)তিনি নিজের ডান দিকে ভেড়াদের আর বাম দিকে ছাগলদের রাখবেন।

(৩৪)অতঃপর বাদশা তাঁর ডান দিকে যারা রয়েছে তাদের বলবেন, ‘তোমরা যারা আমার প্রতিপালকের রহমতপ্রাপ্ত, এসো, দুনিয়া সৃষ্টির শুরু থেকে যে-রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তার অধিকারী হও।

(৩৫)কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে। আমি পিপাসিত ছিলাম, তোমরা আমাকে পান করিয়েছিলে। আমি বিদেশি হলেও তোমরা আমাকে স্বাগত জানিয়েছিলে। (৩৬)যখন আমার জামা-কাপড় ছিলো না, তোমরা আমাকে জামা-কাপড় পরিয়েছিলে। আমি অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার সেবায়ত্ন করেছিলে। আমি জেলখানায় ছিলাম, তোমরা আমাকে দেখতে গিয়েছিলে।’

(৩৭)যারা দীনদার তারা তখন তাঁকে উত্তরে বলবেন, ‘মালিক, কবে আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খাবার দিয়েছিলাম, কিংবা পিপাসিত দেখে পান করিয়েছিলাম?’

(৩৮)কবে আমরা আপনাকে বিদেশি জেনেও স্বাগত জানিয়েছিলাম কিংবা জামা-কাপড় ছিলো না দেখে জামা-কাপড় পরিয়েছিলাম? (৩৯)আর কবেই-বা আপনি অসুস্থ কিংবা জেলখানায় আছেন জেনে আমরা আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম?’ (৪০)উত্তরে তখন বাদশা তাদের বলবেন, ‘আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের মধ্যে একজনের জন্য তোমরা যা-কিছু করেছো তা আমারই জন্য করেছো।’

(৪১)অতঃপর তিনি তাঁর বাম দিকের লোকদের বলবেন, ‘লানতপ্রাপ্ত লোকেরা, আমার কাছ থেকে দূর হয়ে জাহান্নামে যাও- যা ইবলিস ও তার সঙ্গীদের

জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে! (৪২) কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম কিন্তু তোমরা আমাকে খেতে দাওনি। আমি পিপাসিত ছিলাম, তোমরা আমাকে পান করাওনি। (৪৩) আমি বিদেশি বলে তোমরা আমাকে স্বাগত জানাওনি। আমার জামা-কাপড় ছিলো না, তোমরা আমাকে জামা-কাপড় পরাওনি। অসুস্থ ও জেলখানায় ছিলাম, তোমরা আমাকে দেখতে যাওনি।’

(৪৪) তখন উত্তরে তারাও বলবে, ‘মালিক, কখন আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত বা পিপাসিত, বিদেশি বা জামা-কাপড়হীন, অসুস্থ বা জেলবন্দি দেখেও আপনার যত্ন নেইনি?’ (৪৫) তখন তিনি তাদের উত্তর দেবেন, ‘আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই তুচ্ছতমদের মধ্যে একজনের জন্যও তোমরা যখন তা করেনি, তখন তা আমার জন্যও করেনি।’ (৪৬) এবং এই লোকেরা যাবে জাহান্নামে কিন্তু দীনদারেরা হবে জান্নাতবাসী।